সংবাদ

তারিখ ... 27 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৬ ...

ভাল করেও কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না ৫০ হাজার শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এইচএসসিতে ভাল ফল করেও কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না ৫০ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যাও কম থাকবে না।

২০০৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বুয়েটসহ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় আসনসংখ্যা কম থাকায় এবারও অর্ধ লাখের বেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। এতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আর কোচিং সেন্টারগুলোর রমরমা শিক্ষা বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু কোচিং সেন্টার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলে ভর্তির গ্যারান্টি দিয়ে 'বিশেষ ব্যাচ'-এর নামে ফলাফল প্রকাশের পরদিনই মাঠে নেমে গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, দেশে উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। ভর্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। গত শনিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'শিক্ষা-বাণিজ্য কঠোরভাবে দমন করা হবে। তিনি জানান, নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে অনেকে বহু ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কোন ব্যবসা করতে দেয়া হবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচিং সেন্টারগুলোর শিক্ষা-ব্যবসা রোধে আইন প্রণয়নের কাজ চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সরকারি হিসাব মতে, দেশে পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ ১ হাজার ৬৯৪টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ ৮৬ হাজার ৬৯০টি আসন রয়েছে। আর ২০০৯ সালে এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৪৮৫ জন। এ হিসাবে ৫৭ হাজার ৭৯৫ জন শিক্ষার্থী এবার উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। পাশাপাশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিকেল ও বুয়েটে শিক্ষার্থীদের কঠিন ভর্তি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। মাদ্রাসা থেকে পাস করা প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করা ৪৮ হাজার শিক্ষার্থী এ ভর্তি যুদ্ধে অংশ নিলে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের

ভর্তি : পৃ: ২ ক: ৬

ভর্তি : পারবে না

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আরও বেশি অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। আর বরাবরের মতো এবারও এই সুযোগটিই নিচ্ছে দেশের কোচিং সেন্টারগুলো।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব মতে, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ ৮৭ হাজার অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে ১ লাখ ৬০ হাজার, ৫৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ হাজার ৩৩০টি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৩৯১টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৯৮ হাজার, ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ২৬০, ৪০টি বেসরকারি মেডিকেলে সাড়ে ৪ হাজার এবং লেদার ও টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড কলেজে আরও প্রায় ৩ হাজার আসন রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৬৭টি অনার্স কলেজের ১ লাখ ৩৫ হাজার আসন থাকলেও দেশের ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার, ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ২ হাজার ২৬০ এবং বুয়েটের ৮১০টিসহ মোট ২৮ হাজার আসনেই মূলত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রধান টার্গেট থাকে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তিযুদ্ধ হয় বেশি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স কলেজগুলোর মধ্যে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে হাতেগোনা কয়েকটি কলেজে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী থাকলে এসব কলেজে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে বেশি। এছাড়াও মানসম্পন্ন কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিকেল থাকলেও অতিরিক্ত টাকার কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জন্য স্বপ্নই থেকে যায়। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আর সরকারি মেডিকেলগুলোতেই ভর্তির চাপ থাকে বেশি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের এ চাপকে কেন্দ্র করে বিশেষ ব্যাচের নামে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলে ভর্তির গ্যারান্টিসহ শিক্ষা-বাণিজ্যে নেমে পড়ছে কোচিং সেন্টারগুলো।

তবে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি সরকার নজর দিলে এ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স লেভেলের কলেজগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা-বাণিজ্যের লাগাম টেনে ধরে এর জন্য সুষ্ঠু ও সমন্বিত ভর্তির নীতিমালা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম আসন সঙ্কটের বিষয়টি স্বীকার করে 'সংবাদ'কে জানান, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সরকারকে আরও বেশি করে ভাবতে হবে। এজন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করছে। দীর্ঘদিনের এ সমস্যা হঠাৎ সমাধান সম্ভব নয়। কোচিং সেন্টারগুলোর তৎপরতার ব্যাপারে তিনি জানান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে আনা গেলে বা একটি গ্রহণযোগ্য স্থায়ী ভর্তি নীতিমালা করা গেলে এ তৎপরতা কমে আসবে। এসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ 'সংবাদ'কে জানান, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কোন কোর্সে পড়বে আগে এটা দেখতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস কোর্সে ভর্তির সমস্যা নেই। অনার্সে আসন কম থাকলেও চাহিদা থাকলে একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করে তা বাড়ানো যায়। তিনি জানান, কোচিং সেন্টারসহ বিভিন্ন জনের ভর্তি দুর্নীতি বন্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবার অনলাইনে ভর্তি ফরম ছাড়ছে।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর অলিগলিতে বিভিন্ন নামে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা প্রায় সব কোচিং সেন্টারই এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকেই 'বিশেষ ব্যাচে' কোচিংয়ের নামে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারমুখী করছে। শনিবার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৫৮ হাজার আসনের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষায় চলে আসতে চাইলে প্রায় দেড় লাখ আসন ঘাটতি দেখা দেবে। এ আসন ঘাটতির সুযোগ নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো 'বিশেষ ব্যাচ' নামের শিক্ষা-বাণিজ্যে নেমে পড়েছে। তারা ভর্তি পরীক্ষার তীব্র প্রতিযোগিতা ও আসন সঙ্কট সমস্যা সামনে এনে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ব্যাচে ভর্তি করাচ্ছে। রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, ফার্মগেট, রায়সাহেব বাজার, আজিমপুর, মিরপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত কোচিং সেন্টারগুলো ভাদের বিশেষ ব্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যানার সাঁটা ও লিফলেট বিতরণ শুরু করেছে।

গতকাল লাইসিয়াম কোচিং সেন্টার নামে একটি কোচিং সেন্টারে যোগাযোগ করে জানা যায়, ওই কোচিং সেন্টারটি এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রতি শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৮ হাজার টাকা নিয়েছে। ফল প্রকাশের পর 'বিশেষ ব্যাচ' করে এখন তারা শিক্ষার্থী প্রতি ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা নিচ্ছে। গতকাল থেকেই তাদের বিশেষ ব্যাচে ভর্তি শুরু হয়েছে। আগামী ২ আগস্ট এ ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউসিসি, ইউনিএইড, ঢাকা কোচিংসহ সব কোচিং সেন্টারই আসন সঙ্কট পুঁজি করে নতুন শিক্ষা-বাণিজ্যে নেমেছে। একই অবস্থা দেশের নামসর্বস্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। তারা আসন সঙ্কটের বিষয়টি পুঁজি করে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মত দিয়েছেন।